অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

আদর্শের মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করল আওয়ামী লীগ

আবেদ খান

নিজের মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করল আওয়ামী লীগ। শায়খুল হাদীসের পদতলে নিবেদন করল তার আজন্ম লালিত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। স ব্যাপার, আওয়ামী লীগ লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হলো এমন একটি ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যার বিরুদ্ধে জঙ্গি তৎপরতার সুস্পষ্ট অভিযে কী ধরনের চুক্তি? নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য এমন অবমাননাকর আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের মানুষ কখনো প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে পড়ে না। স সমঝোতা চুক্তি?

আর এ তো যে সে চুক্তি নয়– এই চুক্তির পরিষ্কার বিশ্লেষণ হলো– এক. ফতোয়াবাজি অনুমোদন, দুই. ব্লাসফেমি অনুমোদন, তিন. আহমদিয়া স অধিকার হরণ, চার. মুক্তচিন্তার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ, পাঁচ. ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নৈতিকভাবে ধারণ।

কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, এই আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ, এই আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক আওয়ামী লীগ, এই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ। যদি এমন হতো যে, খেলাফত মজলিস এসে আওয়ামী লীগের কাছে ধরনা দিয়ে বলেছে : আমরা মুক্তি বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি ফতোয়া একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা এবং মানুষের মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিপন্থী, আমরা মনে করি ধর্ম মানুষের নিজস্ব ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়– তাহলে আমরা বুঝতাম যে, আওয়ামী লীগ তার আদর্শিক অবস্থানে অটল রয়েছে। কিন্তু এখন ত কতিপয় মস্তিষ্ক নির্বাচনের মুখে এই দলটিকে বিধ্বস্ত করার ভয়াবহ কাজটি করে ফেলল এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।

এমন আত্মবিনাশী দল বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে তার কোনো ভুল থেকেই শিক্ষা নেয় না এবং এক ভুলকে আড়াল ক অসংখ্য ভুলের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। অবাক হই এই দলটি এতদিন এত বিশাল বপু নিয়ে টিকে থাকল কী করে? মনে হয় নেতা নয়, অগণি দিয়ে পঁচাত্তরের পর থেকে এই তিনটি দশক ধরে দলটাকে এ অবস্থায় রেখে দিয়েছে এবং কতিপয় নেতা পরম আনন্দে সেই ফলটাই ভোগ ও করছেন।

এ দেশের দুটো বড় রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ কল্পনা করলে দুঃখ লাগে। বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামা ত্র ীতদাস হয়েছে আর আওয়ামী লীগ এই উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পথিকৃৎ হয়েও ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে নিজের আদর্শিক অস্তিত্ব বন্ধক দি অর্থাৎ এখন থেকে আর দেশে মুক্ত স্বাধীন চেতনার উপাসনা হবে না, মানুষের পরিচয় তার রাষ্ট্রীয় কিংবা জাতীয় অবস্থান থেকে হবে না– হবে ধর্মের প এ দেশে ফতোয়া দিয়ে মেয়েদের চাবুক মারা জায়েজ করা হবে, জায়েজ হয়ে যাবে অঙ্গছেদন। তারপর একদিন এ ফতোয়ার জোরেই বাংলাদেশের বাতিল হবে, বাতিল হবে বাংলাদেশের নামটি, বদলে যাবে জাতির জনকের নাম।

দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই আওয়ামী লীগ এই কাজটি করল এই বিজয়ের মাসেই। আওয়ামী লীগ কি বুঝলই না যে কী ভয়ঙ্কর ফাঁদে তাকে ফেলা হ রেহাই পাওয়ার কি আদৌ কোনো উপায় আছে? আওয়ামী লীগ বুঝলই না যে একাত্তরের পর থেকে যারা আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি ধ্বংস করার নির করে যাচ্ছিল তারাই এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার শেষ কাজটি শুরু করেছে। এজন্যই আওয়ামী লীগের ভেতরে তারা ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে। আওয়ামী লীগ এটাও বুঝল না যে, এই চুক্তিটি হচ্ছে ট্রয়ের সেই ঘোড়া যার পেটের মধ্যে ঢুকে বসে আছে অস্ত্রধারী শত্রুবাহিনী। দুঃখ যে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটানোর কাজে পৌরোহিত্য করছে তার কতিপয় নিজের মানুষ। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি না থাকলে পুরো দে জঙ্গিবাদীদের অবাধ বিচরণভূমি। অন্ধকার সিঁড়ির দিকে দেশ এবং জাতিকে সর্বশেষ ঠেলে দেওয়ার কাজটি এলো আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

ঈশ্বর যাকে ধ্বংস করতে চান আগে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়ে দেন– এ কথাটা কি তাহলে আওয়ামী লীগের জন্যও প্রযোজ্য হবে? এখন আর কেউ অ দেখা যায় আওয়ামী লীগের নাম পাল্টে হয়েছে জমিয়তে খেলাফতে আওয়ামী মুসলিম লীগ। জানি না এই জাতি এই নেতৃত্বেরই যোগ্য কি-না।

Print

Editor: *Abed Khan*
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: **8802-9889821** *,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,*
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft